যুগান্তর

তারিখ ..21 MAR 2015......
পৃষ্ঠা ...১৮.. কলাম.... ..2......

ভবনের অভাবে ভাঙাচোরা একটি ঘরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো হয় যুগান্তর

নীলফামারীর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলটি সমস্যায় জর্জরিত

নীলফামারী প্রতিনিধি

নানা সমস্যায় জর্জরিত জেলার একমাত্র বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল। শ্রেণী কক্ষ থেকে শুরু করে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, শিক্ষা উপকরণের অভাবে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম করানো যাচ্ছে না প্রতিষ্ঠানটিতে। সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে তথ্যপ্রযুক্তিসম্পন্ন ক্লাস রুম চালু হলেও প্রতিবন্ধীদের প্রতিষ্ঠানটি আজ পর্যন্ত পায়নি একটি কম্পিউটারও। অভাব রয়েছে যানবাহন, জায়গা আর আসবাবেরও। নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার পুটিমারী ইউনিয়নের কাঙ্গিকাপুর গ্রামে ৩৩ শতাংশ জায়গার ওপর ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জেলার একমাত্র বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল। ১৯৫ জন শিক্ষার্থী আর ১২ জন শিক্ষক নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয় প্রতিষ্ঠানটির। জেলা সদর ছাড়াও কিশোরগঞ্জ উপজেলা এবং অন্যান্য স্থান থেকে প্রতিবন্ধীরা নিয়মিত আসছে প্রতিষ্ঠানটিতে। স্থানীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে এলেও ২০০৮ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের দায়িত্ব নেয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। শিক্ষকরা শুধু বেতন পেয়ে থাকলেও আনুষঙ্গিক কোনো সুযোগ-সুবিধা তৈরি হয়নি অদ্যাবধি। সরেজমিন দেখা গেছে, সকাল ৯টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত চলে শিক্ষা কার্যক্রম। সকাল ১০টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন আর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। তবে বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা আসেনি উপবৃত্তি কিংবা স্কুল ফিডিং প্রকল্পের আওতায়। শিক্ষার্থী হাবিবুর রহমান বলেন, পাশের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিস্কুট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির সুবিধা পেলেও আমরা পাচ্ছি না। দুপুরে স্কুলের স্যারেরা আমাদের বিস্কুট দিয়ে থাকেন।

অভিভাবক হামিদা বেগম ও শিল্পী বেগম জানান, বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে গেলে সেখানে থাকতে চায় না, কারণ সেখানে প্রতিবন্ধীদের ধরে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। শুধু পড়াশোনা নয়, প্রতিবন্ধীদের সঙ্গীতসহ বিনোদনের ব্যবস্থা থাকলে তারা সেখানে পুরো সময় কাটাতে পারত। জানা গেল প্রতিবন্ধীদের স্ট্যান্ড সাইকেল, প্যারালালবার, পিটি প্যারেডের জন্য ঢোল, হারমোনিয়ামসহ অন্যান্য সামগ্রী না থাকায় তারা বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে। ভাঙাচোরা ঘরে দেয়া হচ্ছে পাঠদান। পর্যাপ্ত টেবিল-চেয়ার না থাকায় গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। বর্তমানে প্রস্তুতিমূলক, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, বৃত্তিমূলক ও গৃহভিত্তিকে ১১৬ শিক্ষার্থী রয়েছে বিশেষায়িত এই প্রতিষ্ঠানটিতে। তবে দূর থেকে আসা শিক্ষার্থীদের আসা-যাওয়ার জন্য পরিবহন অপ্রতুলতার কারণে নিয়মিত আসছে না অনেক শিক্ষার্থী। একটি স্কুলভ্যান থাকলেও আরেকটি শ্যালোচালিত ভটভটিযোগে ঝুঁকি নিয়ে আনা-নেয়া করা হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন চালকের মাসিক বেতন পরিশোধ করা হলেও অপরজনকে দেয়া হয় শিক্ষকদের বেতন থেকে কর্তন করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ছফিদুল ইসলাম জানান, যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেছিলাম সেটার এখনও পুরোপুরি সফলতা দেখতে পারিনি। কারণ নানা সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা কার্যক্রম করানো যাচ্ছে না। তিনি মনে করেন, সরকার সুদৃষ্টি দিলে প্রতিষ্ঠানটির চেহারা বদলে যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক মুকুল হোসাইন নানা সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, গেল অর্থবছরে (২০১৩-২০১৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের আর্থিক সহযোগিতায় এবং জেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে দেড় লাখ টাকা ব্যয়ে কিছু উন্নয়ন কাজ করা হলেও প্রতিষ্ঠানটিতে অবকাঠামোসহ শিক্ষা উপকরণ এবং আধুনিক মানে উন্নীত করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও কিশোরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সিদ্দিকুর রহমান প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অভাবের কথা স্বীকার করে বলেন, প্রতিবন্ধীদের উপযোগী শিক্ষা উপকরণ প্রদান এবং উপবৃত্তি ও স্কুল ফিডিংয়ের আওতায় আনার বিষয়টি নিয়ে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।